



5511 - পুরুষেরে জন্য কখন বয়িে করা ফরয?

প্রশ্ন

পুরুষদেরে জন্য বয়িে করা কি ফরয?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

পুরুষদেরে জন্য বয়িে করা তাদেরে পরসিথিতি ও অবস্খাভদে ভন্নি ভন্নি। য়ে ব্যক্তিরি বয়িরে করার সক্ষমতা আছ, বয়িে করার জন্য সয়ে আগ্রহী এবং বয়িে না করলে পাপে লপি্ত হওয়ার আশংকা করে— তার উপর বয়িে করা ফরয। কনেনা নজিকে হারাম থকে রক্ষা করা ও পুতঃপবতির রাখা ফরয। আর এটি বয়িরে মাধ্যম ছাড়া সম্পন্ন হবে না।

কুরতুবী বলেন:

য়ে সক্ষম ব্যক্তি অববিহতি থাকলে নজিরে উপর ও নজিরে দ্বীনদাররি ক্ষতিরি আশংকা করে এবং এই ক্ষতি বয়িরে মাধ্যম ছাড়া দুরীভূত না হয়— এমন ব্যক্তিরি জন্য বয়িে করা ফরয; এতে কোন মতভদে নহে।

মরিদাওয়ি (রহঃ) ‘আল-ইনসায়ফ’ গ্রন্থে বলেন: তৃতীয় প্রকার: য়ে ব্যক্তি العنت (পাপ)-এ লপি্ত হওয়ার আশংকা করে; এমন ব্যক্তিরি জন্য বয়িে করা ফরয। এ মাসয়ালায় অভমিত মাত্র একটি। আর সঠিকি মতানুযায়ী এখানে العنت (পাপ) দ্বারা উদ্দেশ্য: ব্যভচার। অপর এক মতে, এখানে العنت দ্বারা উদ্দেশ্য: ব্যভচারেরে মাধ্যমে ধ্বংস হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: গ্রন্থকারেরে বক্তব্য: “তবে যদি হারামে লপি্ত হওয়ার আশংকা হয় তাহলে ভন্নি কথা” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি এমন কিছু ঘটর ব্যাপারে ব্যক্তি নিশ্চিতি হয় বা তার ধারণা হয়। আল-ফুরু’ গ্রন্থে বলেন: “যদি এমন কিছু ঘটা নিশ্চিতি হয় শুধু সক্ষেত্রে এ মতটি যথাযথ হয়”। [আল-ইনসায়ফ (খণ্ড-৮), কতিবুন নকিহ, আহকামুন নকিহ]

যদি তার বয়িে করার আগ্রহ থাকে, কন্তি স্ত্রীর খরচ বহনে অক্ষম হয় তাহলে তার ক্ষত্রে আল্লাহ তাআলার বাণী: “ধারা বিবিহে সক্ষম নয়, তারা যনে সংযম অবলম্বন করে য়ে পর্যন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দনে।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩৩]

এবং যনে বেশি বেশি রোযা রাখে। যহেতে মুহাদ্দসিগণ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকে বরণনা করেন, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ্



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচিত বয়ি করে ফেলো।
কেননা বয়ি দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হফেযতকারী। আর যার সামর্থ্য নই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা
যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।"

উমর (রাঃ) আবুয যাওয়াদিকে বলেন: “তোমাকে বয়ি করতে বাধা দিচ্ছি হয় অক্ষমতা নয়তো দুশ্চরিত্র”। [দখেুন: ফকিহুস
সুন্নাহ (২/১৫-১৮)]

যে ব্যক্তি বয়ি না করলে হারাম দর্শন কথিবা চুম্বনে মাধ্যমে গুনাহতে লিপ্ত হবে তার উপর বয়ি করা ফরয। যদি কোন
পুরুষ বা নারী জানে বা তার প্রবল ধারণা হয় যে, যদি সে বয়ি না করে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে কথিবা যা কিছু ব্যভিচারে
অধিকৃত তাতে লিপ্ত হবে কথিবা যা কিছু ব্যভিচারে কাছাকাছি সটোতে লিপ্ত হবে; যমেন হস্তমথৈন— তার উপর বয়ি করা
ফরয। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে জানে যে, বয়ি করলেও সে পাপ ছাড়তে পারবে না; তার ক্ষেত্রেও বয়িরে ফরযযিত
(আবশ্যকতা) মওকুফ হবে না। কেননা বয়িরে মাধ্যমে পাপের হ্রাস ঘটবে। যহেতে সে ব্যক্তি কিছু কিছু অবস্থার জন্য হলেও
পাপ করার সময় পাবে না; পক্ষান্তরে অববাহিতি থাকলে সে তে সর্বাবস্থায় পাপ করার জন্য অবসর।

আমাদের এ যুগের পরিস্থিতি এবং নানারকম পাপাচার ও পাপের প্রতি প্ররোচনাগুলোর প্রতি দৃষ্টিদানকারী একমত হবনে যে,
আমাদের এ যামানায় বয়িরে ফরযযিত পূর্ববর্তী যে কোন যুগের চেয়ে আরও বেশি প্রবল ও শক্তিশালী।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করে দেন, আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে
দূরত্ব তৈরি করে দেন এবং আমাদেরকে সশ্চরিত্র ও পুতঃপবিত্রতা দান করেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক।